সমকাল

তারিখ ... 16 AUG. 2015 ...
পৃষ্ঠা 20 কলাম 6

সরেজমিন

সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ হাওরে আলীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ■ সমকাল

নৌকা মিস তো ক্লাস মিস!

হাওর এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার হাল

■ সাব্বির নেওয়াজ: *জামালগঞ্জ (সুনামগঞ্জ) থেকে ফিরে*

হালির হাওর। বর্ষার কারণে এ হাওরের এখন ভরা যৌবন। উপরে দিগন্ত-বিস্তৃত আকাশ, নিচে স্বচ্ছ বিপুল জলরাশি। মাঝে মাঝে হিজলগাছের সারি। তার থেকে ভেসে আসে দু'একটি পাখির ডাক। ফাঁকে ফাঁকে উঁচু ভূমিতে ২০/২২টি পরিবার নিয়ে ছোট ছোট গ্রাম। চারপাশেই হাওর। উত্তর দিগন্তে মেঘছোঁয়া ভারতের মেঘালয় পাহাড়। থেমে থেমে ঝরছে বৃষ্টি। বৃষ্টি থামলে চার পাশের প্রকৃতিতে অদ্ভুত এক নৈঃশব্দ্য এসে ভর করে। সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে বয়ে চলা হালির হাওরপারের গ্রামগুলোর মানুষের এখন মাছ ধরা ছাড়া হাতে তেমন কোনো কাজ নেই। শিশুদেরও খেলাধুলার প্রধান এবং একমাত্র উপকরণ হাওরের পানি। যখন তখন ঝাঁপিয়ে পড়ছে। বয়সের চপলতা ভর করেছে তাদের হৃদয়ে। চলছে তাদের লুকোচুরি, ডুবসাঁতারসহ কত রকমের খেলা! বিদ্যালয়ে যাওয়ার কথা তাদের বেশিরভাগেরই মনে থাকে না! পরিবার থেকেও নেই তেমন জোর তাগাদা।

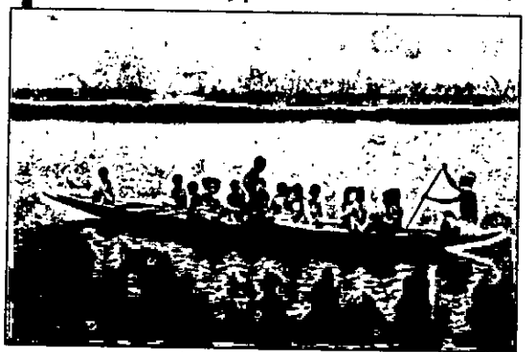

স্কুলে যেতে-আসতে মাঝি আলফাজ উদ্দিনের নৌকাই একমাত্র ভরসা হাওরের শিশু শিক্ষার্থীদের ■ সমকাল

গত বুধ ও বৃহস্পতিবার সুনামগঞ্জের প্রত্যন্ত উপজেলা জামালগঞ্জের হাওরবেষ্টিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ঘুরে প্রাথমিক শিক্ষার করুণ চিত্র দেখা গেছে। বছরের ছয় মাস হাওরে পানি থাকায় শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি একেবারেই কমে যায়। নৌকায় করে ঝুঁকি নিয়ে দূরবর্তী গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণে যেতে ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

নৌকা মিস তো ক্লাস মিস!

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

হয় তাদের। শিক্ষকরাও ফাঁকি দেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা (!) করেন। বহু বিদ্যালয় ঘুরে দেখা গেছে, শিক্ষকদের মধ্যে অনুপস্থিত থাকার যেন অলিখিত প্রতিযোগিতা চলছে। কয়েকটি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির (এসএমসি) সদস্যরা সমকালকে জানান, কোনো বিদ্যালয়েই সপ্তাহের প্রতিদিন সব শিক্ষক উপস্থিত থাকেন– এমন নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে তারা সপ্তাহের ছয় দিন বিদ্যালয়ে যান। তাদের অভিযোগ, অনুপস্থিত থাকার জন্য শিক্ষকরা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে মাসে ৫০০ টাকা উৎকোচ দেন। ফলে শিক্ষা কর্মকর্তারাও চোখ বুজে থাকেন। অবশ্য উপজেলা শিক্ষা অফিসার নুরুল আলম ভুইয়া এ অভিযোগ মানতে চাননি। তিনি সমকালকে বলেন, এসএমসির অনেক সদস্য বিদ্যালয়ের সংস্কারের টাকা থেকে নিজেরা অর্থ পেতে চান। তা দিতে রাজি না হলে তারা নানা অসত্য অভিযোগ করেন।

সুনামগঞ্জ জেলা শহর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরবর্তী উপজেলা জামালগঞ্জ। উপজেলা সদরের পাশ দিয়েই বয়ে চলছে বিখ্যাত সুরমা নদী। ইঞ্জিন নৌকায় নদী পার হয়ে ব্যাটারি চালিত অটোরিকশায় আধ ঘন্টার পথ রাজাপুর হাওর ঘাট। রাজাপুর ঘাট থেকে ফের ইঞ্জিনের নৌকায় ১৫ কিলোমিটার হাওর পাড়ি দিয়ে পৌঁছানো গেল বেহেলি ইউনিয়নের হাওরিয়া আলীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। জরাজীর্ণ বিদ্যালয়ের চারপাশেই হাওরের জোরালো স্রোত প্রবহমান। ইঞ্জিন বোটের শব্দ শুনে ছুটে আসেন প্রধান শিক্ষক তোফাজ্জল হোসেন। পরিচয় পাওয়ার পর নিজেই নিয়ে গেলেন তার অফিস কক্ষে। বিদ্যালয়ের রেজিস্টার দেখে জানা গেল, ছাত্রছাত্রী মোট ৭০ জন। আর বিভিন্ন ক্লাসে বাস্তবে গুনে দেখা গেল দুই শিফটে উপস্থিত আছে ৫৪ জন। বিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষকের মধ্যে একজন অনুপস্থিত। মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে অনুপস্থিত শিক্ষক মো. শাহজাহান জানান, তিনি ছুটিতে আছেন। ক্লাসরুম ঘুরে দেখা গেল, ছাত্রছাত্রীদের চেহারা আর পোশাকে দারিদ্র্যের ছাপ প্রবলভাবে স্পষ্ট। তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, হালির হাওরপারের বিদ্যালয়গুলোর চিত্র প্রতি বর্ষায় একই; নৌকা ছাড়া বিদ্যালয়ে আসার বিকল্প নেই। শিক্ষকরা তিনজনই ২৫ কিলোমিটার দূরবর্তী জামালগঞ্জ উপজেলা সদরে থাকেন। বিদ্যালয়ে আসতে-যেতে সময় লাগে ৩/৪ ঘন্টা। আসা-যাওয়ার মধ্যেই সময় চলে যায় তাদের।

হাওরিয়া আলীপুর গ্রামের আশেপাশের ছাত্রছাত্রীরাই এ বিদ্যালয়ে পড়ে। তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র নাহিদ হাসানের ক্লাস রোল ৯। সে জানায়, নৌকায় তাদের বিদ্যালয়ে প্রতিদিন আসতে হয়। এ জন্য তার দরিদ্র বাবাকে মাসে ৫০ টাকা গুনতে হয়। একজন মাঝি নির্দিষ্ট আছেন। তিনি বিভিন্ন পাড়া ঘুরে ছাত্রছাত্রীদের নৌকায় তুলে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন। স্থানীয়রা এই নৌকাকে বলেন, 'লাইনের নৌকা।' নাহিদ জানায়, কোনোদিন একটু দেরি হলে নৌকা ছেড়ে চলে যায়। সেদিন আর তার বিদ্যালয়ে যাওয়া হয় না। বিস্তীর্ণ হাওর পাড়ি দিয়ে একজন ছাত্রকে বিদ্যালয়ে নিয়ে যেতে কোনো নৌকার মাঝি রাজি হন না। রাজি হলেও যে ভাড়া চাওয়া হয় তা দিয়ে বিদ্যালয়ে যাওয়ার সামর্থ্য এই দরিদ্র শিক্ষার্থীদের নেই।

হাওরিয়া আলীপুর বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ফার্স্ট বয় মো. রসুল আমিন সমকালকে বলে, 'আমাদের আসলে নৌকা মিস তো ক্লাস মিস।' সরেজমিন দেখা গেছে, হাওরাঞ্চলের বিদ্যালয়ে আসতে-যেতে নৌকার বিকল্প নেই। বদরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েরও একই চিত্র। গত বুধবার এ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি ছিল খুবই নগণ্য। কয়েকটি ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলা করতে দেখা গেল। একই ইউনিয়নের হাওরের মাঝখানে অবস্থিত হরিণাকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীকে অবশ্য নৌকায় বিদ্যালয়ে আসতে হয় না। হাওরের মাঝে থাকা দীর্ঘ এক বাঁশের সাঁকো পার হয়ে দুটি পাড়ার শিশুদের বিদ্যালয়ে আসতে হয়। এ বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেল বিস্ময়কর এক চিত্র। বয়স্ক এক লোক লুঙ্গি পরে পঞ্চম শ্রেণীর ইংরেজি ক্লাস নিচ্ছেন। পাসের রুমে প্রধান শিক্ষক তুলি রানী সরকার ৪র্থ শ্রেণীর ক্লাস নিচ্ছেন। জানা গেল, লুঙ্গি পরা ব্যক্তির নাম আবুল কাশেম। তিনি একজন প্যারা শিক্ষক (খণ্ডকালীন)। বিদ্যালয়ের সংস্কারের টাকা থেকে তাকে মাসে ১৫শ' টাকা দেওয়া হয়। প্রধান শিক্ষকসহ এ বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষক ২ জন। এর মধ্যে উপস্থিত মাত্র প্রধান শিক্ষিকা নিজে। প্রধান শিক্ষিকা তুলি রানী সরকার জানান, সহকারী শিক্ষিক নুসরাত জাহান সুমী ছুটিতে আছেন। সেখানে উপস্থিত ওই বিদ্যালয়ের ভূমিদাতা আবদুল বাসিত বলেন, 'ম্যাডামরা সব দিন আইন না। আজকে সুমী ম্যাডাম নাই।'

অবশ্য ব্যতিক্রমও রয়েছে। হাওর পাড়ি দিয়ে জামালগঞ্জ উপজেলার রাধানগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেল, কর্মরত ৫ শিক্ষকের সবাই বিদ্যালয়ে উপস্থিত আছেন। প্রধান শিক্ষিকা শেখ সোহেনা খানম জানান, তার মোট ২৭৬ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ওই দিন ১৯০ জন ক্লাসে এসেছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নুরুল আলম ভুইয়া সমকালকে বলেন, তারা নিয়মিতভাবে শিক্ষকের উপস্থিতির জন্য জোরালো পদক্ষেপ নিচ্ছেন। ইতিমধ্যে ১৫ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

জামালগ[illegible] [illegible]জেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) এসএম শফি কামাল সমকাল[illegible] – [illegible] উপজেলার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় খুবই দুর্গম এলাকায়, [illegible]জেলা সদর থেকে সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে যাতায়াত অসম্ভব। তবে দেরিতে হলেও সব শিক্ষককে বিদ্যালয়ে নিয়মিত যেতে হবে। কোনো শিক্ষক অননুমোদিতভাবে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকলে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।